R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৩২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৩শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

গ্রাম্য দলাদলির হাত থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রক্ষা করুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জানুয়ারী—সামান্য কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জ দু'নং ব্লকের তেঘরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজকর্ম অচল হতে চলেছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে মিনি টিউবেকটমি ক্যাম্পটি চালু ছিল, ইতিমধ্যেই তার কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় গ্রাম্য দলাদলির ফলে গ্রামের নিরীহ জনসাধারণও চিকিৎসার ব্যাপারে বেশ অসুবিধায় পড়ছেন।

গত সপ্তাহে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ডাক্তার, নার্স অথবা কর্তব্যরত কোন কর্মীকে দেখতে না পেয়ে রোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি যে, রোগীদের নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক অথবা নার্সরা মাথা ঘামান না। আউটডোরের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় রোগীদের ওপর লক্ষ্য রাখা হয় না। খোঁজ নিয়ে কোয়ারটারে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ ডি কে বিশ্বাসের দেখা পাই। রোগীদের অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন, তাদের অভিযোগ আংশিক সত্য। কারণ এখানে গ্রাম্য দলাদলির ফলে তিনি নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তাঁকে নানাভাবে শাসানো হচ্ছে, এমন কি প্রাণনাশের হুমকিও দেখান হয়েছে বলে তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। এবং তিনি সব সময় বাইরে বেরোতে পারেন না। ফলে আউটডোরের সময় ছাড়া অন্য সময় রোগী দেখতে যেতে সাহস পান না। আর রাত-বিরেতে তো নয়ই। কারণ, 'রোগীর চেয়ে আমার জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজন বেশী।' ডাক্তারবাবু আরো জানান যে, থানায় এ সম্পর্কে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। তাই তিনি বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন। আমাকে বলেন, 'অবিচার হয়ে থাকলে আমাকে বদলি করে দেওয়া হোক।'

অপর এক সাক্ষাৎকারে গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি ও তেঘরি অঞ্চল প্রধান ননীগোপাল দাস বলেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। মাত্র কয়েকজনের জন্য গ্রামের জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক ঘটনাগুলি ঘটছে। প্রায়ই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলা চালানো হয়। অথচ বহু চেষ্টার পর এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরী সম্ভব হয়েছে। কাজেই গ্রাম্য দলাদলির ফলে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির রক্ষায় পুলিশী সাহায্য প্রয়োজন।

শ্যামাদাসী কি স্কুলের ছাত্রী নয় ?

মিরজাপুর, ২ জানুয়ারী—মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের সেরা এ্যাথলেট শ্যামাদাসী ঘোষ যে মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী এ কথা আর সকলে জানলেও জানেন না শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারিক মশাই। তাই তিনি কলকাতায় গিয়ে শ্যামাদাসী স্কুলের ছাত্রী কি না সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ বছর শ্যামাদাসী ঘোষকে মুর্শিদাবাদ জেলা দলে নির্বাচন করতে ভুলে গিয়েছিলেন বলে জানান। তাই মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শ্যামাদাসী ঘোষের ব্যাপারে 'জেলা দলে নির্বাচন করতে ভুলে যাওয়া' এবং 'স্কুলের ছাত্রী কি না' সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করার ঘটনাকে মিরজাপুরের ক্রীড়ামোদী মহল 'পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ' বলে মনে করছেন।

এক বছর হাত ভেঙে বসে থাকার পর এ বছর শ্যামাদাসী ঘোষ সটপাট ছোঁড়ায় রেকর্ড করে আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার সে স্কুল স্পোরটস্-এ নিজের তৈরী রেকর্ড ভেঙে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ ছাড়াও সে কলকাতা সিটি এ্যাথলেট মিট-এ জুনিয়র বিভাগে প্রথম ও সিনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং এ্যামেচার স্পোরটস্ কমপিটিশনের সাব জুনিয়র বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জাতীয় স্কুল স্পোরটস্ এবার বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হবে। শ্যামাদাসী সেই

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঘটনার মুহূর্তে নয়—শাস্তি পরেই বাঞ্ছনীয়

বিশেষ প্রতিনিধি : জনৈক স্কুল শিক্ষকের মাত্রাতিরিক্ত প্রহারে একটি ছাত্রের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত পঃ বঃ শিক্ষা অধিকর্তার তরফ থেকে সম্প্রতি একটি সার্কুলার রাজ্যের সর্বত্র রকমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়েছে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে ভবিষ্যতে তার জন্য কতকগুলি নির্দেশ

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরলোকে গৃহীযোগী উমাচরণ কর্ম্মকার

জঙ্গিপুর, ৩ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমার নীরব গৃহীযোগী উমাচরণ কর্মকার গতকাল সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার সেকেন্দ্রা গ্রামে তাঁর নিজ বাস-ভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর। গতকালই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। বহু অলৌকিক ও ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী এই গৃহীযোগী শিষ্য-শিষ্যাসহ অগণিত অনুরাগী রেখে গিয়েছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি ভুগছিলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ এর জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় 'ফরাক্কা মেরিন বিভাগ থেকে ...ইঞ্জিনীয়ার গ্রেপ্তার' শীর্ষক সংবাদে জনৈক জি এন রাও ক্যানাল সারকেলের অধীক্ষক বাস্তকারের অসহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেই 'অসহযোগিতা' প্রভৃতি কথাগুলি সত্য নয় বলে জানতে পারা গেল। প্রকাশ জি এন রাও কে পি চৌধুরীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। জি এন রাও-এর সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি করা হয়েছে তার জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

সাতাত্তর

উনিশ শত সাতাত্তর খ্রীষ্টাব্দ তাহার যাত্রাপথ পরিক্রমা শুরু করিয়াছে গত শনিবার হইতে। কত আশা-নিরাশা, উত্থান-পতন, হর্ষ-বিষাদ, জন্ম-মৃত্যু আর হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া ছিয়াত্তর সাল বিদায় লইয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার পর গীর্জার ঘণ্টা আর জাহাজের বাঁশির ঘোষণায় ১লা জানুয়ারী তথা ১৯৭৭-এর আগমন-সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছিল যথারীতি। রাত্রি-প্রভাতে সে আর এক জনতা; গত দিনের পুরাতন বৎসরের মানুষ নয়, নূতন বৎসরের সূর্যস্নাত এক নূতন অভিযাত্রী তাহারা, নূতন আশায় ভরিয়া বর্ষবরণ করিয়াছে।

সৃষ্টির আদিম প্রভাত, আর নববর্ষের প্রথম প্রভাত—কোন তফাৎ নাই, একই রীতি। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, তখন মানুষ নামধারী এক শ্রেণীর বুদ্ধিনির্ভর জীব এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে নাই। বিশাল বিশ্বের পরিমণ্ডলে মৌনমূক পৃথিবী তখন এই মানুষেরই আগমন কামনায় সূর্যবন্দনা করিয়াছিল,—জীবসৃষ্টির অনুকূল তাপমণ্ডলের প্রার্থনা জানাইয়াছিল। সেই দিনের বন্ধ্যা-ধরিত্রীর তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে; তাহার বুকে আজ কোটি কোটি সন্তান।

ইংরাজী নববর্ষের প্রাথমিক যাত্রা-স্তরে কোন হিসাব-নিকাশ আজ নাই। কী পাইয়াছি, আর কী পাই নাই—ইহা লইয়া সালতামামী যাহারা করে করুক। চলিষ্ণু পৃথিবী, চলিষ্ণু মানুষ; সকলেই চলিতেছে। অনাগত কোন ভবিষ্যৎ এই চলাকে স্তব্ধ করিয়া দিবে কি না, পৃথিবীর বুকে নিথর-নিস্তব্ধতা কবে আবার নামিয়া আসিয়া এক মহাশূন্যতা বিরাজ করিবে, সে ভাবনা নিষ্প্রয়োজন।

তথাপি এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের মূল্যবোধ কেমন যেন অস্পষ্ট, যেন কিসের এক আবরণে আচ্ছন্ন। বর্বর যুগে মানুষ মানুষকেও হয়ত খাইত। কিন্তু ক্ষুধার্তকে তাহারা ভাগও দিয়াছে। আজ সে শোষক, যে যাহাকে যেমনভাবে পারে, সার্বিক বঞ্চনায় নানাভাবে পর্যুদস্ত করিতে চাহে। শ্রীহীন মুখমণ্ডলে প্রসাধনী সৌন্দর্য আনিবার প্রয়াসের মত কত সব গালভরা ভাষায় মানব-কল্যাণের কথা তথা আয়োজন। কিন্তু মূল যে রোগ—আত্মস্বার্থসিদ্ধি এবং সে সিদ্ধি অন্যায়ের যূপকাষ্ঠে ন্যায় নীতি বলি দিয়া, তাহা বিদূরিত হয় নাই। স্বার্থ-ঈর্ষা-হিংসাশ্রয়ী মনোভাব যতদিন না যাইবে, ততদিন সার্বিক কল্যাণ নাই।

ইংরাজী নববর্ষের সূচনায় আমরা আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতা এবং এই মহকুমার সর্ব-শ্রেণীর মানুষকে হার্দিক অভিনন্দন জানাইয়া সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সাঁতারের সারটিফিকেট

আপনার পত্রিকা মারফৎ মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, বিগত বিশ্বের বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আমি ১০ম সফল প্রতিযোগী (আমার ব্যাজ নং—২) হয়ে ১১ ঘণ্টায় প্রতিযোগিতা শেষ করি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে, সারটিফিকেট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তিন মাস অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও এখন পর্যন্ত সাঁতার সংস্থার কাছ থেকে আমার সারটিফিকেট পাইনি। বহু লেখালেখি করেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। সংস্থার জঙ্গিপুর কমিটিকে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করি। —শিবশঙ্কর ভকত, জঙ্গিপুর।

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ৩ জানুয়ারী—এস ইউ সির কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের আহ্বানে গত ১ ও ২ জানুয়ারী সুতী থানার ওমরাপুর গ্রামে আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রধান বক্তা অচিন্ত্য সিংহ বলেন, ক্ষেতমজুরদের জন্য সারা বছর কাজ, কৃষিতে আধুনিকীকরণ এবং ব্যাপক শিল্পায়নের শ্লোগান কার্যকর করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে মাঝারি ও গরীব চাষী এবং ক্ষেতমজুরদের জোট বাঁধতে হবে।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ জানুয়ারী—জাগৃতি সংঘ পরিচালিত ত্রিপুরেশ্বর দত্ত মেমোরিয়াল শীল্ড এবং তারাপ্রসন্ন চ্যাটারজি কাপ-এর ভলিবল প্রতি-যোগিতার খেলা শুরু হয়েছে গত-কাল। ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬ জানুয়ারী। গত-কালের প্রথম দিনের খেলায় দফরপুর ভি সি জাগৃতি সংঘ বি টিমের বিরুদ্ধে ২ গেমে জয়লাভ করে।

ওয়াক্-ওভারে শীল্ড জয়ঃ সাগর-দীঘি, ৩১ ডিসেম্বর—গতকাল সাগর-দীঘি ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত রানিং শীল্ডের ফাইনাল খেলায় আজিমগঞ্জ ওয়াই-এম-এ-র অনুপস্থিতির ফলে জঙ্গিপুর কলেজ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। এর আগে অনুষ্ঠিত এই ফাইনাল খেলাটি মাঝপথে পরিত্যক্ত হওয়ায় এ দিন খেলাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে জঙ্গিপুর কলেজের ২ জন খেলোয়াড় পুরস্কার পান।

চুরির তে-রাত্রি

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ জানুয়ারী—এই থানার জরুর গ্রামে ব্যাপকভাবে চুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। চুরি হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর গ্রামের তড়িৎকুমার রায়ের বাড়ীতে, ২৪ ডিসেম্বর এক্রামুল হকের বাড়ীতে; মাঝে একদিনের বিরতির পর মইনুদ্দিন মণ্ডলের খামার-বাড়ীতে। চোরের দল গভীর রাত্রে এই সব বাড়ীতে ঢুকে সেদ্ধ ধান, পাকা ধান ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। গ্রামে দু'জন চৌকিদার আছে কিন্তু তাদের কোন অস্ত্র, টরচ, লণ্ঠন প্রভৃতি না থাকায় তারা রাত্রে পাহারা দিতে পারে না। ফলে চুরির আতঙ্কে গ্রামবাসীরা বিনিদ্র রজনী যাপনে বাধ্য হচ্ছেন।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, গত-কাল রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশ-পাড়া পল্লীতে জেলা ছাত্রপরিষদ সভাপতি চিত্ত মুখার্জির বাড়ী থেকে নগদ টাকা এবং মূল্যবান বহু জিনিস-পত্র চুরি গিয়েছে।

পঞ্চায়েত রজত-জয়ন্তীতে সামসেরগঞ্জ প্রশংসিত

ধুলিয়ান, ১ জানুয়ারী—গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর পঞ্চায়েত রজত-জয়ন্তীর জেলা উৎসব কান্দীর বহড়া আদর্শ বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ-চন্দ্র সিংহ। অনুষ্ঠানে জেলার প্রায় ১৭০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টি অঞ্চলকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। এই ৮টি অঞ্চলের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার সামসেরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতটি মহকুমায় একমাত্র প্রশংসাপত্র পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশ-চন্দ্র সিংহের হাত থেকে প্রশংসাপত্রটি গ্রহণ করেন সামসেরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে ফজলুর রহমান।

বিড়ি শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি দিবস

ধুলিয়ান, ১ জানুয়ারী—গত সোমবার বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারীদের 'দাবি দিবসে' জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি কর্মচারী সমিতির আহ্বানে ১৯৭৫ সালের ৮ জানুয়ারী অল বেঙ্গল বিড়ি ওয়ারকারস্ এ্যণ্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন কর্তৃক শ্রমমন্ত্রী সমীপে প্রদত্ত ১৫ দফা দাবিসনদ কার্যকর, অবিলম্বে মুনসীদের অধীনে কর্মরত বিড়ি শ্রমিক ও লেবেল প্যাকারদের সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিদান, হাজার প্রতি বিড়ির মজুরি ৬৬০ টাকা ধার্য, জঙ্গিপুর মহকুমায় সরকারী উদ্যোগে বিড়ি কারখানা খোলা এবং বলরাম সিংহসহ ৫ জন কর্মচারীর সবেতন পুনর্বহালের দাবিতে স্থানীয় মহাদেবনগর স্কুলে সামসেরগঞ্জ থানা বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অল বেঙ্গল বিড়ি ওয়ারকারস্ এ্যাণ্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ প্রতিটি কারখানায় 'কারখানা কমিটি' গড়ে তোলার আবেদন জানান।

টিউবওয়েল সারান হয়নি

রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামের ১০টি টিউবওয়েলের মধ্যে ৭টিই পানীয় জল সরবরাহে অক্ষম—এ খবর জঙ্গিপুর সংবাদে ইতিপূর্বে দুবার প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে কোন মেকানিক না থাকায় এখনও সারান হয়নি। কাছারীবাড়ীর কাছে যে টিউবওয়েলটি আছে তার ওপর পথচারী, গ্রামবাসী, বাসযাত্রী, ঘোড়সওয়ার প্রভৃতিদের চাপ পড়ছে বেশী। এই অবস্থায় গ্রামবাসীরা ব্লক কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে টিউবওয়েলগুলি সারানর জন্য অনুরোধ করছেন।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

মুর্শিদাবাদের মহরম

দামাস্কাসের খালিফা এজিদ-এর চক্রান্তে মহরম মাসের ১০ তারিখে মক্কার খালিফা হজরত হোসেন কারবালার প্রান্তরে নৃশংসভাবে নিহত হন। এজিদ ছিলেন ইসলাম ধর্মের শেষ ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ (দঃ) এর পরম বন্ধু মাবিয়ার পুত্র। হাসান ও হোসেন ছিলেন হজরত মহম্মদ (দঃ) এর দৌহিত্র। হজরত মহম্মদ চেয়েছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খালিফা নির্বাচন। কিন্তু মাবিয়া পুত্র এজিদ বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন এবং মক্কা মদিনার কর চেয়ে পাঠান। বিরোধের সূত্রপাত্র তখন থেকেই। হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। হোসেন নিহত হন কারবালার প্রান্তরে। ইতিহাস বলছে মহরম পালন করা হত তারও আগে থেকে, হজরত মহম্মদ যখন জীবিত ছিলেন তখন থেকেই, প্রতি মহরম মাসে। মহম্মদের জন্ম ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। হোসেনের মৃত্যুর পর মহরম উৎসব পরিণত হয় শোক উৎসবে। প্রত্যেক বছর মহরমের দিন নির্ধারিত হয় বকরীদের পরের চাঁদে। এ সব ইতিহাস। কাজেই ইতিহাসের কথা থাক। বাস্তবে আমরা যা দেখি তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক।

ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী—মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র মহরম উৎসব পালিত হয়। মহরম দেখেছি ডোমকল, জলঙ্গী, ফরাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, জিয়াগ, লালবাগ প্রভৃতি জায়গায়। জেলার অন্যান্য জায়গার চেয়ে মহরমের পার্থক্য চোখে পড়েছে লালবাগ ও জিয়াগঞ্জে। সিয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই দুই জায়গায় মহরমের শোভাযাত্রায় যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের বলা হয় আহাদী। মহরমের শোভাযাত্রায় এদের হাতে ব্লেড জাতীয় ধারালো কোন জিনিস থাকে। ফলে তারা যখন বুক চাপড়ায় তখন শরীর থেকে রক্ত ঝরে। একজন সব সময়ের জন্য শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকে। তার হাতে পেতলের তৈরী একটি পাত্রে ওষুধ বা সুগন্ধি জাতীয় কোন তরল পদার্থ থাকে। সে আহাদীদের ক্ষতস্থানে সেই তরল পদার্থ ছিটাতে ছিটাতে যায়। কোন কোন জায়গায় আহলে হাদিস পন্থীরা মহরমের সময় রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, দান-ধ্যান করে এবং গরীব ফকীর প্রভৃতিকে খাওয়ায়। হানাফি পন্থীদের মধ্যে কিছু রোজা রাখে, বেশীর ভাগই শোভাযাত্রা বের করে। জেলার সর্বত্র দশ দিন ধরে মহরম উৎসব পালন করা হয়। এই দশ দিন ধরে দরগায় বা মসজিদে মরসিয়ার মাধ্যমে বিলাপ করা হয়।

জঙ্গিপুরে দেখেছি মূল অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ৯ দিন ধরে দরগায় সকলে সমবেত হয়ে মরসিয়ার মাধ্যমে বিলাপ করেন। মহিলারাও মরসিয়ার বিলাপে অংশ গ্রহণ করেন। বিলাপের সময় পুরুষরা প্রথমে হাতে হাত রাখেন, পরে বাঁ হাত তোলেন, ডান হাত নীচে মাটিতে ঠেকান এবং শেষে দুই হাত উরুতে রাখেন। মহিলারা দুই হাতে প্রথমে বুক চাপড়ান, পরে দুই হাত উরুতে রাখেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মাতাম। কৃপাপ্রার্থীরা মানত করেন, দরগায় ছোট ছোট মাটির ঘোড়া রাখেন। খিচুড়ি, খই, বাতাসা, সরবত প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

মূল অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ হজরত হোসেন কারবালার প্রান্তরে যেদিন নিহত হন সেই দিনের স্মরণে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় বাঁশ এবং রঙিন কাগজের তৈরী তাজিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যেকের হাতে থাকে লাঠি, টাঙ্গি, হেঁসো, দা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। শোভাযাত্রা গমজারি অর্থাৎ শোক প্রকাশ করতে করতে শহর অথবা গ্রাম পরিক্রমা করে। পরিক্রমার পর সকলে সমবেত হন রঘুনাথগঞ্জ থানার চরকা বেতেপাড়ায় ফকির শাহ্ রেজাকের দরগায়। কথিত আছে এককালে এই দরগায় মহরমের দিন বাঘ এসে দূর থেকে সেলাম জানাতো। শোভাযাত্রায় মাফল ড্রাম, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। সকলের জমায়েতের পর দরগায় মরসিয়ার মাধ্যমে সমবেত বিলাপ করা হয়। মরসিয়া প্রথমে একজন বলেন, পরে সমবেত কণ্ঠে সকলে বলেন। মরসিয়ায় সালাম, চান্দ, মোহাফিল, হামদনাথ, নাবির বয়েত, নাবির পায়দাস, মেহারাজ, ফাতেমার সাদী, নাবির ওফাত, গাম, পায়দা প্রভৃতির বর্ণনা করা হয়। জঙ্গিপুর শহরের ফতেখাঁর জঙ্গল (সত্যি জঙ্গল নয়, শহরের একটি পল্লী) থেকে আবদুস সাত্তারের সৌজন্যে একটি মরসিয়া বাঙলা অর্থসহ সংগ্রহ করেছি তা এখানে তুলে দিলাম। এই মরসিয়াটি চান্দ পর্বের অন্তর্গত :—

হুরো মালা এক, রোতি আরাস পার,
হায়ে খোদা,
ক্যা চান্দ দেখায়া, গামতো
জিগারা কা,
ভুলা নাহি হায়
মাহে মোহারাম, ফির করকে আয়া
এহি দিনো মে জোহোরাকে জায়া,
দাস্তে বালামে।
পানি না পায়া, উম্মাতকে লিয়ে,
খেসো বেরাদার,
সবকে গাঁওয়াকে, জান্নাত মে গায়ে।

(ঈশ্বরের আসনের নিকট স্বর্গীয় অপ্সরীরা দুঃখ প্রকাশ করে কেঁদে বলছে, হে ঈশ্বর! পুনরায় মহরমের চাঁদ দেখাও। আমাদের মনের দুঃখ এখনও তো ভুলিনি, পুনরায় মহরমের চাঁদের আবির্ভাব ঘটুক। এই মহরমের দিনে ফতেমা জোহরার পুত্র, পৌত্র এবং আত্মীয়-স্বজন কারবালা ময়দানে সামান্য একটু জলের জন্য জীবন হারিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে।)

মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মহরম উৎসব বেশ জাঁকজমকের সাথে উদ্‌যাপিত হয়। কোন কোন জায়গায় লাঠিখেলাও মহরমের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM PLASTIC PAINT & DISTEMPER
For Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

কৃষি সংবাদ :

আলুর জমিতে ব্যাপক ধসা রোগ

সাগরদীঘি, ৫ জানুয়ারী—এই ব্লকের বন্যেশ্বর, মোরগ্রাম ও বোথারা অঞ্চলের অধিকাংশ আলুর জমিতে ধসা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে আলু চাষীদের বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এ রোগের লক্ষণ : পাতায়, ডাঁটায় কালো কালো পচা ধরা দাগ ও পাতা কুঁকড়ে যাওয়া। ওষুধ : একর প্রতি ২ কেজি ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান বা ১ কেজি ডায়াথেন-এম-৪৫ বা ইউ-নিজেব ২৫০ লিটার জলে গুলে পাতার নীচে ওপরে ডাঁটায় খুব ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি : দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, সাগরদীঘি ব্লক কৃষি থামারে সম্প্রতি পাঁচ দিনের এক কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ২৫ জন যোগাযোগকারী কৃষক। আলোচ্য বিষয় ছিল গম চাষ, রাসায়নিক সার ব্যবহার, উচ্চ ফলনশীল আমন এবং বোরো ধানের চাষ, মাটি পরীক্ষা ও ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়।

শাস্তি পরেই বাঞ্ছনীয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। (১) শারীরিক শাস্তি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। (২) যদি কোন ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান অপরিহার্য্য হয়েই পড়ে তবে শারীরিক শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকবে প্রধান শিক্ষকের এখতিয়ারে। তাও ঠিক ঘটনার মুহূর্তে নয়, শাস্তি পরেই বাঞ্ছনীয়। শারীরিক শাস্তি প্রদত্ত হবে যখন মৌখিক ভৎর্সনায় কাজ হয়নি কোন গুরুতর অভিযোগের জন্য। অবাধ্যতা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা, অপরের কুৎসা প্রচার এবং মিথ্যা অজুহাত ইত্যাদি অপরাধের মধ্যে পড়ে। একই অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে যেখানে সামান্য শাস্তি কার্য্যকর হয়নি সে ক্ষেত্রেও শাস্তি প্রযোজ্য। শাস্তি দেয়া কালে যেন শারীরিক আঘাত-জনিত ক্ষত বা দাগ না ধরে। শাস্তি প্রদানের জন্য একটি 'লগ' বহি রাখতে হবে। যাতে কোন্ অপরাধে কি শাস্তি দেয়া হলো তার দিনপঞ্জী লিপিবদ্ধ থাকা চাই। অন্যথায় অভিযোগ পেলে গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

পাঁচ শতক জমির জন্য পাঁচশ' গ্রাম মাথার রক্ত

সাগরদীঘি, ৫ জানুয়ারী—এই থানার বোথারা গ্রামের সত্যেন্দ্র নাথ চৌধুরী ওরফে ডালিমকে আজ মাত্র ৫ শতক জমির জন্য ৫০০ গ্রাম মাথার রক্ত দিতে হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত দু' বছর আগে সত্যেন্দ্রনাথ সাদেরিয়া সেখকে (নিবাস গাঙাড্ডা বর্তমানে বোথারা) একটি জমি বিক্রি করে। কিন্তু সাদেরিয়া বিক্রিত জমি অপেক্ষা পাঁচ শতক বেশী জমি ভোগদখল করে। এই তথ্য সত্যেন্দ্র-নাথ জানতে পারে বর্তমান সেটেলমেণ্ট মূলে। সেই বাড়তি পাঁচ শতক জমি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে গেলে সাদেরিয়ার লাঠির আঘাতে সত্যেন্দ্র-নাথের মাথা ফাটে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য সাগরদীঘি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তার মাথা থেকে প্রায় পাঁচশ' গ্রাম রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

শ্যামাদাসী কি স্কুলের ছাত্রী নয় ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্পোরটস্-এ অংশ গ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে। শ্যামাদাসী ছাড়াও এ বছর ঝরনা দাস স্কুল স্পোরটস্-এ সটপাটে দ্বিতীয় এবং ডিসকাসে প্রথম হয়েছে। ভারতী ব্যানারজি ও জয়ন্তী সেন স্কুল জিমন্যাষ্টিকে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বীকৃতি-পত্র লাভ করেছে। সব চেয়ে আনন্দের বিষয়, গ্রামীণ খেলাধূলার জগতে এই সব সফল তারকারা মিরজাপুর গ্রামের মেয়ে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

মোরগ্রাম : সম্প্রতি ফুলবাড়ি আবদুল জাব্বার স্মৃতি পাঠাগারের পরিচালনায় নজরুল ইসলামের 'ফরিয়াদ' কবিতাটির আবৃত্তি প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন আবদুর রাকিব। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী প্রতি-যোগীকে পুরস্কৃত করা হয়।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।